সর্বোচ্চ ২১.৬°
সর্বনিম্ন ১০.০°
আলিপুরদুয়ার
বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৭৭ শতাংশ
শনিবারের পূর্বাভাস ঃ পরিষ্কার আকাশ

আমার জেলা আলিপুরদুয়ার
উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৩ জানুয়ারি ২০১৮ তেরো

উত্তরবঙ্গ সংবাদের খবরের জের

টাকা ফেরত পেলেন প্রতারিত বুধু ওরাওঁ

রাঙ্গালিবাজনা, ১২ জানুয়ারি ঃ খবরের জেরে অবশেষে প্রতারিত বুধু ওরাওঁ টাকা ফেরত ফেলেন। রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রমীলা বর্মনরায় বলেন, সমস্যা মিটে গিয়েছে। বুধু ওরাওঁ তাঁর টাকা ফেরত পেয়েছেন। বিষয়টি বুধু লিখিতভাবে জানিয়েছেন গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে। বৃহস্পতিবার বুধু ওরাওঁ ও অভিযুক্ত মোসাদ্দেক আলমের পরিবারের লোকজন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমস্যা মিটে যাওয়ার কথা জানান বলে জানিয়েছেন প্রমীলাদেবী।

প্রসঙ্গত, মাদারিহাট–বীরপাড়া ব্লকের রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের মোক্তারপুরের বাসিন্দা বুধু ওরাওঁয়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পে ঘর নির্মাণ বাবদ দুই দফায় সত্তর হাজার টাকা জমা পড়েছিল। কিন্তু এলাকার একশো দিনের কাজের সুপারভাইজার মোসাদ্দেক আলম তাঁকে দুইবার ব্যাংকে নিয়ে গিয়ে পুরো টাকাই পকেটস্থ করেন বলে অভিযোগ করেছিলেন বুধু। খবরটি বুধবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হলে টনক নড়ে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের। অভিযুক্ত মোসাদ্দেক আলমকে নিয়ে শুক্রবার বৈঠকে বসার সিদ্ধান্ত নেয় গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। এদিকে, ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর করা শুরু হয়। গা–ঢাকা দেন মোসাদ্দেক। বারবার তাঁর মোবাইলে ফোন করে দেখা যায় সেটি বন্ধ রয়েছে। এদিকে, তৃণমূলের পক্ষ থেকেও কড়া অবস্থান নেওয়া হয়, কারণ অভিযুক্ত মোসাদ্দেক একজন তৃণমূল কর্মী। ত্রিমুখী চাপে বৈঠকের একদিন আগেই তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে বুধু ওরাওঁয়ের হাতে টাকা তুলে দেওয়া হয়। এবিষয়ে বুধু বলেন, টাকা ফেরত পেয়ে আমি খুশি। তৃণমূলের রাঙ্গালিবাজনা অঞ্চল কমিটির সভাপতি আবুল কালাম আজাদ (মুকুল) বলেন, মোসাদ্দেক দলের কোনো পদে নেই। তবে এ ধরনের ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না। বুধুকে টাকা ফেরত পেতে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রমীলাদেবী। প্রসঙ্গত, মোট পাঁচজন উপভোক্তার কাছে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল মোসাদ্দেকের বিরুদ্ধে। বুধু ছাড়া বাকি চারজনের কাছেও মোটা অঙ্কের টাকা আদায়ের অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। তবে, শুক্রবার পর্যন্ত ওই চারজন টাকা ফেরত পাননি। ওই চারজনের কাছ থেকে টাকা আদায়ের ঘটনায় মোসাদ্দেক ছাড়াও এক জনপ্রতিনিধির নাম জড়িয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বলেন, 'ওই বিষয়টি নিয়েও তদন্ত চলছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে ওই চারজনের টাকা ফেরাতেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

এদিকে, বুধুর যে প্রতিবেশীরা টাকা আত্মসাতের অভিযোগ প্রকাশ্যে এনেছিলেন, বুধু টাকা ফেরত পাওয়ার পর খুশি তাঁরাও।

উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে ঢোকার রাস্তা ভাঙায় সমস্যা

জটেশ্বর, ১২ জানুয়ারি ঃ বন্যা পরিস্থিতির জেরে ভেঙেছে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে ঢোকার রাস্তা। ঘটনার কয়েকমাস পরও ভাঙা রাস্তা সংস্কার না হওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। জটেশ্বর–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ধুলাগাঁও বাজারের ওই উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ার ভাঙা রাস্তা ঘিরে ক্ষোভ বাড়ছে বাসিন্দাদের মধ্যে।

স্থানীয় সূত্রের খবর, সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতির জেরে ওই উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে ঢোকার রাস্তা ভেঙে যায়। ধুলাগাঁও বাজারের এই উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দারা। সামান্য বৃষ্টি হলেই সমস্যা দ্বিগুণ হয়। উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা থাকলেও সেখানে যাওয়া সম্ভব হয় না বলে জানিয়েছেন স্থানীয় মহিলারা। ওই উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র লাগোয়া এলাকায় রয়েছে চারটি পরিবারের বসবাস। তাঁরাও সমস্যার শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গ্রাম পঞ্চায়েত ও স্বাস্থ্য দপ্তরের উদাসীনতার জন্যই এমনটা হচ্ছে। ভাঙা রাস্তা দ্রুত সারাই করার দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দা জয়ন্ত রায়, সঞ্জিত বর্মনের অভিযোগ, গ্রামের মহিলারা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছেন। বৃষ্টি হলে গর্ভবতী মহিলারা সেখানে যেতে সাহস পান না। এভাবে চলতে পারে না। আমরা দ্রুত ওই ভাঙা রাস্তা সংস্কারের দাবি জানাচ্ছি।'

এবিষয়ে জটেশ্বর–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জীবন মিত্র বলেন, 'কয়েকদিনের মধ্যেই সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

ধুলাগাঁও বাজারে থাকা এই উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে ঢোকার মুখে রাস্তাটি ভেঙে রয়েছে।

শীতের দাপটে সমস্যায় প্রবীণ নাগরিকরা

সুমন কাঞ্জিলাল ● আলিপুরদুয়ার

১২ জানুয়ারি ঃ বছরের শুরু থেকেই শীত থাবা বসিয়েছে আলিপুরদুয়ার সহ গোটা ডুয়ার্সে। বলতে গেলে এখন গোটা রাজ্যজুড়েই চলছে শৈত্যপ্রবাহ। কনকনে ঠান্ডায় রীতিমতো জবুথবু গোটা ডুয়ার্স। প্রায় প্রতিদিনই পারদ ওঠানামা করছে ৫° সেলসিয়াস থেকে ২১° সেলসিয়াসের মধ্যে। এই তীব্র ঠান্ডার দাপটে ডেঙ্গু সহ অন্যান্য পতঙ্গবাহিত রোগের প্রকোপ অনেকটা কমলেও বিপত্তি শুরু হয়েছে অন্যভাবে। প্রবল ঠান্ডায় কাহিল হয়ে পড়ছে আট থেকে আশি সকলেই। তবে সবচেয়ে বেশি কষ্টকর অবস্থা প্রবীণ নাগরিকদের। শীতের কামড়ে একের পর এক অসুস্থ হয়ে পড়ছেন প্রবীণ নাগরিকরা। আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক তথা ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের আলিপুরদুয়ার শাখার সম্পাদক ডাঃ যুধিষ্ঠির দাস বলেন, 'এই সময়ে বয়স্ক লোকদের শ্বাসকষ্টের সমস্যা খুবই বেড়ে যায়। ব্রঙ্কাইটিস থেকে শুরু করে সিওপিডি সহ নানা রোগে ভোগেন তাঁরা। প্রবল শীতে হার্ট ফেলিওরের সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। আচমকা বড়ো ধরনের স্ট্রোকের শিকার হন রোগীরা। সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে এই ধরনের বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। বয়স্ক ছাড়া শিশুদেরও শীতে নানা সমস্যা দেখা দেয়। শীতের প্রকোপে তরুণ ও যুবকদের অনেকেই রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন (আরটিআই)–এর সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভরতি হচ্ছেন। শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচতে এই সময় সবাইকেই একটু সতর্ক থাকা দরকার। গরম জামাকাপড় পরতে হবে। গরম জলে স্নান করা ভালো।' জেলা হাসপাতালের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অরুন্ধতী সান্যাল বলেন, 'তীব্র ঠান্ডায় নবজাত শিশু থেকে ছোটো বাচ্চাদের নানা সমস্যা দেখা দেয়। ঠান্ডায় নবজাতকদের হাত–পা ঠান্ডা হয়ে যায়। ডাক্তারি পরিভাষায় এটিকে 'হাইপোথামিয়া' বলে। বাচ্চারাও এই সময় নানা ধরনের শ্বাসকষ্টে ভোগে। ব্রঙ্কিয়াল নিউমোনিয়া দেখা দেয়। তবে এই সময়ে অনেক শিশু কোল্ড ডায়ারিয়াতে আক্রান্ত হয়। জেলা হাসপাতালেও এই ধরনের সমস্যা নিয়ে অনেক শিশু ভরতি হয়েছে। শিশুদের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের সচেতন থাকতে হবে। কোল্ড ডায়ারিয়ার ফলে শিশুদের শরীরে যাতে জলের পরিমাণ কমে না যায় (ডিহাইড্রেশন) তা দেখতে হবে। প্রথম থেকেই শিশুদের ওআরএস খাওয়াতে হবে।

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ চিন্ময় বর্মন অবশ্য বলেন, 'প্রবল ঠান্ডায় আক্রান্ত হয়ে, সর্দিজ্বর নিয়ে কিছু রোগী হাসপাতালে ভরতি হলেও অন্যান্য সময়ের তুলনায় এখন কম রোগী হাসপাতালে ভরতি রয়েছেন। বছরের অন্যান্য সময়ে যেখানে বিভিন্ন ওয়ার্ডে (ইনডোর) প্রায় ৫০০ থেকে ৫৫০ রোগী ভরতি থাকেন সেখানে এখন রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪০০–তে। বহির্বিভাগেও অন্য সময়ের তুলনায় এখন কম সংখ্যায় রোগী আসছেন। শীতের সময় বিভিন্ন ভাইরাল জ্বর, পতঙ্গবাহিত রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা অনেকটা কমে গিয়েছে। তবে এই সময় হৃদ্‌রোগে আক্রান্তের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে। প্রবল ঠান্ডায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য আগেভাগেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জেলা হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডের খোলা অংশ প্লাস্টিকের শিট দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। শিশুবিভাগে বিশেষ ব্লোয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদিকে রাতের দিকে পারদ যেভাবে নীচে নামতে শুরু করেছে তাতে রীতিমতো চিন্তিত আলিপুরদুয়ারবাসী। অনেকে অবশ্য এই শীতের আমেজ উপভোগ করলেও প্রবল ঠান্ডায় ভবঘুরে এবং দুস্থ মানুষদের পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তায় রয়েছে বেশ কিছু সামাজিক সংগঠন। আলিপুরদুয়ার প্রবীণ নাগরিক সংস্থার সভাপতি তথা প্রাক্তন অধ্যাপক বনবিহারী দত্ত বলেন, 'এই সময়টায় দুস্থ মানুষদের শীতবস্ত্র, কম্বল প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করতে যত বেশি সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এগিয়ে আসবে এতই মঙ্গল।'

> **এই সময়ে বয়স্ক লোকদের শ্বাসকষ্টের সমস্যা খুবই বেড়ে যায়। ব্রঙ্কাইটিস থেকে শুরু করে সিওপিডি সহ নানা রোগে ভোগেন তাঁরা। প্রবল শীতে হার্ট ফেলিওরের সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। আচমকা বড়ো ধরনের স্ট্রোকের শিকার হন রোগীরা।**
>
> *– ডাঃ যুধিষ্ঠির দাস, চিকিৎসক*

আলিপুরদুয়ার জেলাজুড়ে সাড়ম্বরে পালিত হল বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তী

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো, ১২ জানুয়ারি ঃ সমগ্র আলিপুরদুয়ার জেলাজুড়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় ও সাড়ম্বরে পালিত হল স্বামী বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তী। জেলার কুমারগ্রাম এবং আলিপুরদুয়ার–২ ব্লকেও অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে দিনটি পালিত হয়। সরকারি, অসরকারি প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে স্বামীজির জন্মদিন উপলক্ষ্যে নানা কর্মসূচি নেওয়া হয়।

শুক্রবার সকালে এই উপলক্ষ্যে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে বারবিশায় একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। পাশাপাশি কামাখ্যাগুড়ি এবং বারবিশায় রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের উদ্যোগে প্রভাতফেরির ব্যবস্থা করা হয়। বিজেপির পক্ষ থেকে কামাখ্যাগুড়ি স্টেশন চৌপথিতে স্বামীজির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। সেই সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বিবেক তীর্থর পক্ষ থেকে খোয়ারডাঙ্গা–মারাখাতা এলাকায় সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করা হয় এদিন।

অন্যদিকে, নারারথলির বিবেকানন্দ ক্লাবের পক্ষ থেকে প্রতি বছরের মতো এবারেও স্বামীজির জন্মদিনে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। বারবিশা বিবেকানন্দ ক্লাবের পক্ষ থেকেও বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান সহ নানা কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ার–২ ব্লকের ভাটিবাড়ি বিএড কলেজের তরফে এদিন বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। সমস্ত ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক–শিক্ষিকারা ওই শোভাযাত্রায় অংশ নেন।

এদিকে, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষ্যে খোয়ারডাঙ্গা বিবেকানন্দ ক্লাব প্রাঙ্গণে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। দুইজন মহিলা সহ ৪০ জন রক্তদান করেছেন বলে খবর। ক্লাবের পক্ষে হিল্লোল চক্রবর্তী জানান, এদিনের সংগৃহীত রক্ত আলিপুরদুয়ার ব্লাড ব্যাংকে জমা করা হয়েছে। ফালাকাটাতেও দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। ফালাকাটা স্বামী বিবেকানন্দ সেবা সংস্থার উদ্যোগে হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ করা হয়। সেই সঙ্গে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আয়োজনের পাশাপাশি তিন শতাধিক দুস্থ মানুষকে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। সংস্থার সম্পাদক সুশীল সাহাচৌধুরি জানিয়েছেন, এদিন স্বামীজির জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শ্রীমৎ স্বামী গিরিশাত্মানন্দজি মহারাজ উপস্থিত ছিলেন।

মাদারিহাটেও সাড়ম্বরে দিনটি পালিত হল। আলিপুরদুয়ার জেলা কংগ্রেস মানবাধিকার সেলের পক্ষ থেকে স্বামীজির জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিবেক চেতনা উৎসবের পাশাপাশি ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করা হয়। ম্যারাথনে ছেলেদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছেন যথাক্রমে বাসিল কুজুর, দীনেশ ওরাওঁ ও নসিব বারা। মেয়েদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় হয়েছেন যথাক্রমে রমিলা ওরাওঁ, লক্ষ্মী ওরাওঁ এবং অনামিকা কর্মকার।

অপরদিকে, মাদারিহাট বিডিও অফিসেও এদিন বিবেকানন্দ জন্মদিন উপলক্ষ্যে নানা অনুষ্ঠান করা হয়। এদিকে আলিপুরদুয়ার–১ ব্লকের শালকুমারহাট, পলাশবাড়ি, সাহেবপোঁতা, সোনাপুর, বাবুরহাট সহ বিভিন্ন এলাকায় শুক্রবার পালিত হয় বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী। এই উপলক্ষ্যে নানা অনুষ্ঠান করা হয়। সরকারিভাবে বাবুরহাটে অনুষ্ঠিত হয় বিবেক উৎসব। বিকেলের দিকে বাবুরহাটের আটমাইল এলাকায় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে নানা অনুষ্ঠান হয়। এছাড়াও ব্লকের সব উচ্চবিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতেও মহা সমারোহে দিনটি পালন করা হয়।

অন্যদিকে, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে এদিন কালচিনি ব্লক যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে এবং কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হল বিবেক চেতনা উৎসব। এই উপলক্ষ্যে পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয় চত্বরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নাচ, গান, আবৃত্তি ইত্যাদি প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান করা হয়। এদিন সকালে স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে একটি বিশাল র‍্যালি হ্যামিল্টনগঞ্জের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে ও প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্মলা মাঝি। সঙ্গে ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি কালিদাস মুখোপাধ্যায়, সমিতি এডুকেশন অফিসার অপূর্ব রায় সহ অন্যরা। সেই সঙ্গে এদিনই ফালাকাটা ব্লকের অন্তর্গত দেওগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বামীজি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠান শেষ হল। স্কুলের তরফে স্বামীজির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। এদিন স্কুলের তরফে দুস্থদের মধ্য কম্বল বিতরণ করা হয় এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।

অন্যদিকে, বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আলিপুরদুয়ার শহরে একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। জেলা ও পুর যুবকল্যাণ দপ্তর ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে শহরে শোভাযাত্রা করা হয়েছে। এরপর পার্করোড এলাকায় স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিতে মাল্যদান করেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। দিনভর একাধিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে। নিউটাউন এলাকায় স্বামী বিবেকানন্দ সেবা সংস্থার পরিচালনায় রক্তদান শিবির আয়োজন করা হয়। সেখানে ৩৮ জন রক্তদান করেন। জংশন লিচুতলাতে রামকৃষ্ণ মিশনেও বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়েছে। সেইসঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে মাঝেরডাবরি টিজি স্পেশাল ক্যাডার প্রাইমারি স্কুলে চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এবিভিপির উদ্যোগে জেলা হাসপাতালে সাফাই অভিযান করা হয়েছে। পুরসভাতে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়।

বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ছোটোদের নিয়ে শোভাযাত্রা। ছবি ঃ কঙ্কণ দাস

দু–লক্ষাধিক টাকার চোরাই কাঠ উদ্ধার

আলিপুরদুয়ার, ১২ জানুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন বনচুকামারি ও বাইরিগুড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় দু–লক্ষাধিক টাকার চোরাই শালকাঠ উদ্ধার করল বন দপ্তর। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই এলাকার দুটি বাড়িতে অভিযান চালায় বন দপ্তরের দমনপুর ওয়েস্ট রেঞ্জ। তবে অভিযানের আগেই দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। দমনপুর ওয়েস্ট রেঞ্জার নরেন দত্ত জানান, দুই লক্ষাধিক টাকার চোরাই কাঠ উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। তদন্ত শুরু হয়েছে। ওই এলাকায় বনকর্মীদের নজরদারি চলছে।

পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালিত

ফালাকাটা, ১২ জানুয়ারি ঃ পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে শুক্রবার ফালাকাটা নতুন চৌপথিতে সচেতনতা শিবির করল ফালাকাটা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ। বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এতে যোগ দেয়। ফালাকাটা থানার আইসি বিনোদ গজমের, ফালাকাটার ওসি ট্রাফিক অশোক বণিক এতে বক্তব্য রাখেন। রেমন্ড মেমোরিয়াল হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। সচেতন করা হয় যানচালকদেরও। ফালাকাটার ওসি ট্রাফিক অশোক বণিক বলেন, ট্রাফিক বিভাগের পক্ষ থেকে বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পথ নিরাপত্তার পাঠ দেওয়া হচ্ছে। আগামী ১৭ জানুয়ারি পথ নিরাপত্তা নিয়ে ফালাকাটা শহরে একটি বড়োমাপের পদযাত্রা করা হবে।

তৃণমূলের সভা

কামাখ্যাগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে কামাখ্যাগুড়ি ২ নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ধিত কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হল। শুক্রবার কামাখ্যাগুড়ি গার্লস হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত কর্মীসভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস কুমারগ্রাম ব্লক কার্যকরী সভাপতি ধীরেশ রায়, ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি সঞ্জিব নার্জিনারি, ব্লক সভানেত্রী শুক্লা ঘোষ সহ অন্যরা। সভায় কামাখ্যাগুড়ি ২ নম্বর অঞ্চলের ৪৩ জনের একটি কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সভাপতি হিসেবে স্বপন রায় মনোনীত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন ধীরেশ রায়।

পুষ্পপ্রদর্শনী

ফালাকাটা, ১২ জানুয়ারি ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যান ও কানন (উত্তর) শাখার উদ্যোগে আগামী রবিবার ফালাকাটা উদ্যানে অনুষ্ঠিত হবে ষষ্ঠ বর্ষের প্রতিযোগিতামূলক পুষ্পপ্রদর্শনী। ওই পুষ্পপ্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করবেন ফালাকাটার বিধায়ক অনিল অধিকারী। এছাড়াও জেলা সভাধিপতি মোহন শর্মা, বিডিও স্মৃতা সুব্বা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সন্ধ্যা বিশ্বাস, উদ্যান ও কানন শাখার বিভাগীয় আধিকারিক উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। বন দপ্তরের উদ্যান ও কানন বিভাগ সূত্রে জানানো হয়েছে, ফালাকাটা ও সংলগ্ন এলাকার মানুষদের ফুল চাষে উৎসাহিত করতেই পুষ্পপ্রদর্শনীর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বাইক চুরি

মাদারিহাট, ১২ জানুয়ারি ঃ মাদারিহাটের মধ্য খয়েরবাড়িতে পদম ওরাওঁ নামে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে দুটি বাইক চুরির অভিযোগ উঠল। পদমবাবু জানান, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ঘটনাটি হয়েছে বলে তাঁর ধারণা। তিনি জানান, বারান্দার গ্রিলের তালা ভেঙে বাইক দুটি নিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা। মাদারিহাট থানায় শুক্রবার লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি।

মাদারিহাট থানার ওসি সুনীলকুমার রায় জানান, সব থানায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তদন্ত চলছে।

জৌলুস হারালেও প্রস্তুতি চলছে পুষুনার

সুভাষ বর্মন ● শালকুমারহাট

১২ জানুয়ারি ঃ উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে প্রচলিত বারো মাসে তেরো পার্বণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'পুষুনা'। পুষুনা মানেই পৌষ–পার্বণ বা পিঠে খাওয়ার অনুষ্ঠান। যা পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে হয়। রবিবারই সেই অনুষ্ঠান রাজবংশীদের ঘরে ঘরে হবে। তার আগেই সেই পার্বণের প্রস্তুতি দেখা গেল গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী রাজবংশী সমাজের বাসিন্দাদের বাড়ি বাড়ি। তবে আধুনিকতার দাপটে এখন সমাজে প্রচলিত পুষুনা পার্বণের ক্ষেত্রেও উধাও হয়ে গিয়েছে অনেক নিয়মরীতি। যা নিয়ে উদ্‌বেগ প্রকাশ করেছেন গ্রামের প্রবীণ মানুষ ও লোকসংস্কৃতির গবেষকরা।

প্রসঙ্গত, আলিপুরদুয়ার জেলার শালকুমারহাট, পূর্ব কাঁঠালবাড়ি, পাতলাখাওয়া, চকোয়াখেতি প্রভৃতি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা রাজবংশী অধ্যুষিত। ব্যাপক আকারে না হলেও এখনও এইসব গ্রামীণ এলাকার রাজবংশী সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন আচার–অনুষ্ঠান ছোটো করে হলেও পালিত হতে দেখা যায়। পুষুনা পার্বণের ক্ষেত্রেও তাই দেখা গেল। রাজবংশী সমাজের প্রবীণ ও লোকসংস্কৃতির গবেষকদের মতে, রাজবংশীদের বাড়িতে পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন সকাল থেকেই শুরু হয় পুষুনার প্রস্তুতি। খুব সকালে বাড়ির মহিলারা ঘুম থেকে ওঠেন ও বাইরের অংশে ঝাড়ু দিয়ে গোবর জল ছিটিয়ে লেপামোছা করেন। তারপর স্নান সেরে বাড়ির দক্ষিণ–পূর্ব কোণে অবস্থিত শিব, দুর্গা, কালী, রাধাকৃষ্ণ, বলরাম, বুড়ো ঠাকুর সহ তুলসীমঞ্চে পুজো দেন বাড়ির মহিলারা। এরপর রাজবংশী সমাজের পুরোহিত অধিকারী এসে বাড়ির বাস্তু ঠাকুরের পুজো দেন। পুজোর উপকরণ হিসেবে থাকে নতুন ধানের আতপ চাল, দুধ, দই, কলা, চিনি ইত্যাদি। স্থানভেদে কোথাও কোথাও নতুন ধানের পিঠেপুলি দিয়েও গৃহদেবতা এবং পিতৃমাতৃকুলকে পুজো দেওয়া হয়। অন্যদিকে, এইদিনই পাড়াপ্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজনদেরও বাড়িতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সন্ধ্যার পর থেকেই শুরু হয় বিভিন্ন ধরনের পিঠে বানানোর কাজ। তবে সংক্রান্তির কয়েকদিন আগে থেকেই বাড়ির মহিলারা দলগতভাবে পিঠে তৈরির চাল প্রস্তুত করেন। একটি নিয়ম হল, এই পুষুনার রাতে বাড়িতে কেউ ভাত খান না। আর একটি লোকবিশ্বাস, এই পুষুনা অতিক্রান্ত না হলে গোলার ধান বের করা যায় না। পুষুনার পর ধানের মাচায় ফুল দিয়ে নতুন কাপড় পরে ভক্তি সহকারে গোলার ধান বের করা হয়।

এই পুষুনা সংক্রান্ত আর একটি লোকবিশ্বাসও রাজবংশী সমাজে প্রচলিত। সাধারণত পৌষ মাসের সংক্রান্তির পূর্বেই উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে কৃষকদের ধান কাটা শেষ হয়ে যায়। কাটা ধানের আঁটিগুলি বাড়িতে এনে স্তূপ আকারে রাখা হয় যা মাঘ মাসের মধ্যেই মাড়াই হয়ে যায়। ধানের এই স্তূপগুলিকে বলা হয় পুঞ্জি বা পোলই। পিঠে খাওয়ার আগে রাজবংশীরা এই পুঞ্জি বা পোলইগুলিতে পিঠে ও তেল দেওয়া কলাপাতা আবৃত করে রেখে দেন। রাজবংশীদের বিশ্বাস, এর ফলে পরবর্তী বছরে অধিক ফলন হবে।

এমনিভাবেই একসময় গ্রামীণ রাজবংশীদের বাড়ি বাড়ি পালিত হত পুষুনা পার্বণ। এখনও হয়। কিন্তু আগের মতো এত উৎসাহ উদ্দীপনা চোখে পড়ে না। গ্রামীণ এলাকাতেও অনেকটা জৌলুস হারিয়েছে এই পুষুনা। কারণ আধুনিকতার দাপটে উধাও হয়ে গিয়েছে অনেক নিয়মরীতি। যেমন পুষুনার দিন রাতে এখন অনেকেই ভাত খান। ধানের পুঞ্জির নিয়মও এখন অনেক কৃষকই পালন করেন না। সংক্রান্তির দিন বাড়ি বাড়ি আর অধিকারী পুরোহিতদের আসতে দেখা যায় না। আগের মতো আর ধুমধাম করে এই পার্বণ পালিত হতে দেখা যায় না। কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক তথা লোকসংস্কৃতি গবেষক সাবলু বর্মন এ প্রসঙ্গে বলেন, এখন শহরাঞ্চলে বসবাসকারী রাজবংশীদের বাড়িতে তো পুষুনার দিন এইসব নিয়ম পালন করা হয় না। কিন্তু গ্রামের ক্ষেত্রেও এখন জৌলুসহীন হয়ে পড়েছে এই পুষুনা। এরজন্য অনেকটাই দায়ী আধুনিকতা। পাশাপাশি গ্রামের অনেকেই আজকাল কৃষিবিমুখ হয়ে পড়েছে। চাষবাস করে চাষিরা এখন আর লাভবান হতে পারছেন না। এক কঠিন আর্থসামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছেন গ্রামের একাংশ মানুষ। তাই নিজস্ব পার্বণ পালনে উৎসাহ উদ্দীপনা হারাচ্ছেন তাঁরা। এটা অবশ্যই উদ্‌বেগের।

পুষুনা উপলক্ষ্যে চলছে চাল গুঁড়ো করা। – সংবাদচিত্র

মাঝেরডাবরি চা বাগানে হাতির হামলায় এই শ্রমিক আবাসটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ছবি ঃ আয়ুস্মান চক্রবর্তী

হাতির হামলায় ভাঙল অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের আবাস

আলিপুরদুয়ার, ১২ জানুয়ারি ঃ বুনো হাতির হামলায় ভাঙল অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের আবাস। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ছয়টি শ্রমিক আবাসও। বৃহস্পতিবার রাতে আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন মাঝেরডাবরি চা বাগানের ঘটনা। ওই ঘটনায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে শ্রমিক পরিবারগুলিতে। তাদের অভিযোগ, মাঝেমধ্যেই চা বাগানে হাতির হামলা হয়। বিষয়টি বন দপ্তরকে জানিয়েছে বাগান কর্তৃপক্ষ। চা বাগান সূত্রে জানা গিয়েছে, রাত ১২টা নাগাদ বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গল থেকে ওই হাতির দল চা বাগানে প্রবেশ করে। এরপর ওই দলের দুটি হাতি প্রথমে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবাসে হামলা চালায়। এরপর বাগানের ভার্মি কম্পোস্ট তৈরির ঘরে গিয়ে হামলা চালায়। সেখান থেকে অসুর লাইনে গিয়ে রিমিজ খারিয়া, বচ্চন মাঝির ঘর ভেঙে চুরমার করে। হাতির হামলার খবর পেয়ে বাগানে শ্রমিক পরিবারগুলিতে চাঞ্চল্য ছড়ায়। শ্রমিকরা বাজি–পটকা ও মশাল নিয়ে হাতি তাড়ান। ওই বাগানের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'স্ত্রী ও ছেলে নিয়ে ওই আবাসনে থাকি। পাশেই বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গল রয়েছে। মাঝেমধ্যেই এই এলাকায় হাতির হামলা চলে। খাবারের লোভেই হাতির দল বাগানে হামলা চালিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার রাতে আমার আবাসে এসে প্রথমে সুপারি গাছ ভেঙে ফেলে। এরপর ঘরের সামনে রাখা বাইক ছুড়ে ফেলে দেয়। শেষে আবাসনের বারান্দায় হামলা চালায়। আমরা তখন ঘরের ভিতরে ছিলাম। ভয়ে বের হতে পারিনি। এরপর ধীরে ধীরে হাতিগুলি অন্যত্র চলে যায়।' অন্যদিকে, মাঝেরডাবরি চা বাগানের জিৎপুর ডিভিশনেও একটি হাতি হামলা চালিয়েছে। গালু মুন্ডা নামে এক শ্রমিকের ঘর ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, রাতেই ওই হাতির দল বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে ঢুকে যায়।

মাঝেরডাবরি চা বাগানের ম্যানেজার চিন্ময় ধর জানান, হাতির হামলায় বেশকিছু শ্রমিক আবাস ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের ঘর ভেঙেছে। বন দপ্তরকে জানানো হয়েছে। তবে বন দপ্তরের কোনো হেলদোল নেই। এবিষয়ে দমনপুর ওয়েস্ট রেঞ্জার নরেন দত্ত জানান, বাগান কর্তৃপক্ষ হাতির হামলার বিষয়ে জানিয়েছে। সাধারণত চা বাগানে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নেই। তবে সময়মতো জানালে বনকর্মীরা গিয়ে হাতি তাড়ানোর ব্যবস্থা করবেন।